বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-১/২০১৮

জনাব মোঃ শাহজাহান বেপারী — ফরিয়াদী
পিতাঃ মৃত হাজী ছাদেক আলী বেপারী
সাং- শ্রীরামপুর, পোঃ বহরিয়া বাজার
উপজেলা ও জেলাঃ চাঁদপুর।

বনাম

জনাব এডভোকেট শাহজাহান মিয়া — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক
দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত
মিয়াজী মেনশন (৩য় তলা)
নতুন বাজার, চাঁদপুর।
ও
জনাব মোঃ আব্দুর রহমান
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ
বিপনীবাগ (২য় তলা), আব্দুল করিম
পাটোয়ারী সড়ক চাঁদপুর।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ — চেয়ারম্যান
২। জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত — সদস্য
৩। মফিদা আকবর — সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ উপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ ১২/০৪/২০১৮খ্রিঃ
রায়ের তারিখ	ঃ ২৬/০৪/২০১৮খ্রিঃ

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, তাঁর মেয়ে আমেনা আক্তার (রুমি)-কে সামাজিকভাবে ২০০৫ সালে চাঁদপুর জেলা থানাধীন হামানকন্দি সাকিনস্থ মৃত কে. এম. মোস্তফা কামালের পুত্র মাকসুদুর রহমান (অভি) এর সহিত শুভ বিবাহ হওয়ার পর তারা শান্তি পূর্ণভাবে সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করাকালীন সময় ১ (এক) পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ফরিয়াদী একজন ব্যবসায়ী ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। ফরিয়াদীর মানসম্মান ক্ষুন্ন করার জন্য শত্রুপক্ষীয় লোকদের প্ররোচনায় ও ইন্দনে দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত পত্রিকার রিপোর্টার (১) ইলিয়াস পাটওয়ারী, পিতা-অজ্ঞাত, সাং-মিশন রোড। (২) দৈনিক ভোরের পাতা পত্রিকার রিপোর্টার ও মোহনা টিভি'র রিপোর্টার (৩) রফিকুল ইসলাম বাবু, পিতা-মৃত ফজলা, সাং-রহমতপুর কলোনী দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ এর ষ্টাফ রিপোর্টার নাম অজ্ঞাত ও দৈনিক ইলশেপাড়া পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার (৪) এস. এম. সোহেল, পিতা- মফিকুর রহমান, সাং- দাসপড়া পুরান বাজার, চাঁদপুর ও তাদের দলীয় আরো ৪/৫ জন দুঃস্কৃতিকারী, সর্বথানা ও জেলা- চাঁদপুর পরস্পর যোগসাজসে গভীর ষড়যন্ত্র করে ফরিয়াদীর নামে ও ফরিয়াদীর মেয়ে আমেনা

আক্তার রুমি এবং তার স্বামী- মাকসুদুর রহমান (অভি)'র পারিবারিক মানমর্যাদা সম্মান বিনষ্ট করে সামাজিকভাবে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার কু-মানসে গত ০৮/১১/২০১৭ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত পত্রিকা ও দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ পত্রিকার **"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হামলায় স্বামী আহত"** শিরোনামে সম্পূর্ণ মিথ্যা কল্পকাল্পনিক এবং সড়যন্ত্রমূলক সংবাদ প্রচার করে। উক্ত সংবাদ মানহানির বিষয় জেনেও পত্রিকা দুটিতে তা মুদ্রিত করে। ফরিয়াদী প্রতিবাদ জানালে রফিকুল ইসলাম বাবু নামীয় রিপোর্টার উল্লেখিত রিপোর্টারদের যোগসাজসে বিগত ১২/১১/২০১৭ তারিখে অনুমান বেলা ১.০০ ঘটিকার সময় চাঁদপুর সদর হাসপাতাল এবং হান্নান কমপ্লেক্সের সামনে ফরিয়াদীকে হুমকি দিয়ে বলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা না দিলে তার মেয়ের জামাইয়ের নামে এবং তাঁর চারিত্রিক বিষয় নিয়ে আবারো অশ্লীল কথা পত্রিকায় ছাপিয়ে দিবে। কাজেই উল্লিখিত সাংবাদিক নামধারী ব্যক্তিরা এহেন কুরুচিপূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট রিপোর্ট পত্রিকায় ছাপিয়ে আবারো ফরিয়াদী এবং ফরিয়াদীর মেয়ের জামাই ও পরিবারবর্গের মানসম্মান ক্ষুন্ন করতে পারে মর্মে ভীষণভাবে আশংখা করছে। উল্লেখিত দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত ও দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রতিবাদ দিতে গেলেও তারা অশোভনীয় আচরণ করে। উল্লেখিত পত্রিকার রিপোর্টারগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা না নিলে তারা আরও ক্ষতি করতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত ঘটনার মূল কারণ হল ফরিয়াদী তাঁর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হবে বলে "দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, সেই থেকে উল্লেখিত সাংবাদিকগণের যোগসাজসে ফরিয়াদী এবং ফরিয়াদীর পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে কু-চক্রী মহিলা হারুছা বেগম দ্বারা দুটি মিথ্যা মামলা করিয়েছে, মামলাগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সাংবাদিকগণ এলাকার নিরীহ লোকদেরকে হুমকি ধমকি দিয়ে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে থাকে, টাকা পয়সা না দিতে পারলে তাদেরকে আরো বড় ধরণের ক্ষতি করবে মর্মে হুমকি দিয়ে থাকে। ফরিয়াদীর উল্লেখিত সাংবাদিক ও কু-চক্রী মহিলার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করছে।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত'

প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে নিবেদন করেন যে, দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত পত্রিকার প্রকাশক ফরিয়াদী কর্তৃক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ বাস্তব সত্যের বিপরীত এবং ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে উৎপত্তি।

তিনি নিবেদন করেন যে, তাঁর সম্পাদিত 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' প্রতিকায় বিগত ০৮/১১/২০১৭ তারিখে **"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হামলায় স্বামী আহত"** শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি পত্রিকার একজন রিপোর্টার ভিকটিম মাকসুদুর রহমান অভি'র নিকট আত্মীয়ার মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ভিকটিমের জবানবন্দি এবং ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালের মেডিকেল রেজিস্ট্রার ৪১৪৫৬/৩২ অনুযায়ী জানতে পারেন যে ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ ভিকটিম আহত হন গত ৬/১১/২০১৭ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটের সময় এবং ভিকটিমকে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় ৭/১১/২০১৭ তারিখ সকাল ৯ ঘটিকার সময়। ভিকটিমের কাছে হামলা সম্পর্কে জানতে চাইলে আঘাতে শরীরিক অবস্থা ভাল না থাকায় কিছু বলতে পারেননি এবং অডিও রেকর্ডে বিস্তারিত বলতে না পারায় ভিকটিমের মাতা শাহিনা বেগম কে হামলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শাহিনা বেগম ও ভিকটিমের জবানবন্দির ইঙ্গিত থেকে পাওয়া ঘটনার সত্যতা প্রতিপক্ষের এবং অন্যান্য পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারদের সামনে বর্ণনা করেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ে ভিকটিমের এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেও ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়ার উক্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়।

পরবর্তীতে ভিকটিমের শ্বশুর অর্থাৎ ফরিয়াদী তাঁর কন্যা ও জামাতার (ভিকটিমের) মধ্যে একটি আপোষ মিমাংসা চাঁদপুর মডেল থানায় বসে সম্পাদন করেন এবং উক্ত ঘটনার পারিবারিক সম্মানহানির কথা চিন্তা করে ফরিয়াদীর কয়েকটি পত্রিকায় 'প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ' প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ফরিয়াদী উক্ত স্বদিচ্ছা জানতে পেরে কয়েকজন টাউট/বাটপার প্রতিপক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার পরিচয় দিয়ে ফরিয়াদীর নিকট থেকে টাকা নেয় এবং ফরিয়াদী উক্ত টাউট/বাটপারদের কাছে 'প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ' প্রকাশিত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে উক্ত টাউট/বাটপাররা জানায়, সম্পাদক এত কম টাকায় প্রতিবাদ প্রকাশ করতে রাজি না হওয়ায় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উপর দোষ চাপিয়ে ফরিয়াদী পক্ষের লোকজনের হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা কালে স্থানীয় লোকজন তাদের গণধোলাই দিলে বিগত ১৪/১১/২০১৭ তারিখে দৈনিক চাঁদপুর সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে **"পত্রিকার নাম ভাঙ্গিয়ে টাকা নেওয়ার ঘটনায় ৩ জন লাঞ্ছিত"** শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। যাতে প্রমাণিত হয় **"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হামলায় স্বামী আহত"** শীর্ষক সংবাদটি সাংবাদিক পেশার দায়বদ্ধতা থেকেই মানবতা ও নৈতিকতার আলোকেই প্রকাশ করা হয়েছে, কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা নেয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেনি। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ প্রকাশের নামে 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' এর সম্পাদক ও স্টাফ রিপোর্টার কোন আর্থিক সুবিধা দাবিও করেনি এবং সাংবাদিকতার মহান দায়িত্ব পালনে পেশাগত কোন প্রকার অনৈতিক আচরণ ও কার্যাদির সাথে জড়িত থাকেনি। অত্র মোকদ্দমার প্রার্থীর পক্ষ উক্ত প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় কোন প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেনি। তবে বিগত ১০/১১/২০১৭

তারিখ শুক্রবার স্থানীয় সকল পত্রিকার বরাত দিয়ে 'দৈনিক মতলবের আলো' পত্রিকায় উক্ত প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ যথারিতি ছাপা হয়।
প্রতিপক্ষ উপরিউক্ত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ সম্পর্কিত অভিযোগটির দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে মোকদ্দমাটি খারিজ করতে প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষের জবাবঃ 'দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ'

প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে নিবেদন করেন যে, তিনি দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ এর ফরিয়াদী কর্তৃক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ বাস্তব সত্যের বিপরীতে এবং ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে উৎপত্তি।
প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে সম্পাদিত 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' প্রতিকায় বিগত ০৮/১১/২০১৭ তারিখে **"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হামলায় স্বামী আহত"** শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি পত্রিকার একজন রিপোর্টার ভিকটিম মাকসুদুর রহমান অভি'র নিকট আত্মীয়ার মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ভিকটিমের জবানবন্দি এবং ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে হাসপাতালের মেডিকেল রেজিস্ট্রার ৪১৪৫৬/৩২ অনুযায়ী জানতে পারেন ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ ভিকটিম আহত হন গত ৬/১১/২০১৭ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটের সময় এবং ভিকটিমকে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয় ৭/১১/২০১৭ তারিখ সকাল ৯ ঘটিকার সময়। ভিকটিমের কাছে হামলা সম্পর্কে জানতে চাইলে আঘাতে শরীরিক অবস্থা ভাল না থাকায় কিছু বলতে পারেনি এবং অডিও রেকর্ডে বিস্তারিত বলতে না পারায় ভিকটিমের মাতা শাহিনা বেগম কে হামলার কারণ জিজ্ঞাসা করলে শাহিনা বেগম ও ভিকটিমের জবানবন্দির ইঙ্গিত থেকে পাওয়া ঘটনার সত্যতা প্রতিপক্ষের এবং অন্যান্য পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারদের সামনে বর্ণনা করেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ে ভিকটিমের এলাকার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করেও ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়ায় উক্ত রিপোর্টটি প্রকাশ করা হয়।
পরবর্তীতে ভিকটিমের শ্বশুর অর্থাৎ ফরিয়াদী তাঁর কন্যা ও জামাতার (ভিকটিমের) মধ্যে একটি আপোষ মিমাংসা চাঁদপুর মডেল থানায় বসে সম্পাদন করেন এবং উক্ত ঘটনার পারিবারিক সম্মানহানির কথা চিন্তা করে ফরিয়াদী কয়েকটি পত্রিকায় 'প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ' প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ফরিয়াদী উক্ত স্বদিচ্ছা জানতে পেরে কয়েকজন টাউট/বাটপার প্রতিপক্ষ সম্পাদিত 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার পরিচয় দিয়ে ফরিয়াদীর নিকট থেকে টাকা নেয় এবং ফরিয়াদী উক্ত টাউট/বাটপারদের কাছে 'প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ' প্রকাশিত না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে উক্ত টাউট/বাটপাররা জানায়, সম্পাদক এত কম টাকায় প্রতিবাদ প্রকাশ করতে রাজি নয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের উপর দোষ চাপিয়ে ফরিয়াদী পক্ষের লোকজনের হাত থেকে বাঁচতে স্থানীয় লোকজন তাদের গণধোলাই দিলে বিগত ১৪/১১/২০১৭ তারিখে দৈনিক চাঁদপুর সংবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় ৮ম কলামে **"পত্রিকার নাম ভাঙ্গিয়ে টাকা নেওয়ার ঘটনায় ৩ জন লাঞ্ছিত"** শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। যাতে প্রমাণিত হয় **"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হামলায় স্বামী আহত"** শীর্ষক সংবাদটি সাংবাদিক পেশার দায়বদ্ধতা থেকেই মানবতা ও নৈতিকতার আলোকেই প্রকাশ করা হয়েছে, কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা নেয়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেনি। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ প্রকাশের নামে 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' এর সম্পাদক ও স্টাফ রিপোর্টার কোন আর্থিক সুবিধা দাবিও করেনি এবং সাংবাদিকতার মহান দায়িত্ব পালনে পেশাগত কোন প্রকার অনৈতিক আচরণ ও কার্যাদির সাথে জড়িত থাকেনি। অত্র মোকদ্দমার প্রার্থীর পক্ষ উক্ত প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় কোন প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেনি। তবে বিগত ১০/১১/২০১৭ তারিখ শুক্রবার স্থানীয় সকল পত্রিকার বরাত দিয়ে 'দৈনিক মতলবের আলো' পত্রিকায় উক্ত প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ যথারিতি ছাপা হয়।
প্রতিপক্ষ উপরিউক্ত শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ সম্পর্কিত অভিযোগটির দায় থেকে অব্যহতি দিয়ে মোকদ্দমাটি খারিজ করতে প্রার্থনা করেন ।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদী জবাব প্রাপ্তির পর প্রতিউত্তর দাখিল করে নিবেদন করেন যে, বিগত ২০১৭ সালে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিল, সেই প্রেক্ষিতে ১নং প্রতিপক্ষ জনাব এডভোকেট শাহজাহান মিয়া ও ২নং প্রতিপক্ষ জনাব আব্দুর রহমান ফরিয়াদীর অভিযোগের যে জবাব প্রদান করেছে, তা সম্পূর্ণরুপে মিথ্যা, বানোয়াট ও কল্পকাহিনীমূলক, যাতে সত্য ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে মিথ্যা ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে। উক্ত জবাবের স্বপক্ষে প্রতিপক্ষগণ কোন দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। তবে তাদের জবাবের মূল বক্তব্যই হলো মিথ্যা এবং নিজেদেরকে অভিযোগ থেকে আড়াল করার প্রচেষ্টা মাত্র। তাদের জবাবের ১ম পাতায় শেষের দিকে তাঁরা স্বীকার করেন যে, ফরিয়াদী উক্ত স্বদিচ্ছা জানতে পেরে কয়েকজন টাউট/বাটপার প্রতিপক্ষের সম্পাদিত "দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত" পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার পরিচয় দিয়ে ফরিয়াদীর নিকট থেকে টাকা নেয়। এই জবাবের একটি বাক্য দিয়েই প্রমাণ হয় যে, ফরিয়াদী যে অভিযোগ দায়ের করেছে তাহা সর্ম্পূণরূপে সত্য এবং ফরিয়াদীর অভিযোগের কোন বর্ণনাই মিথ্যা নয়। জবাব দাখিলকারি ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষগণ ও অন্যান্য যারা জবাব দাখিল

করেননি অর্থাৎ ৩ ইলিয়াছ পাটোয়ারি, ৪ আসিফ বিন রহিম, ৫ রফিকুল ইসলাম বাবু, ৬ এস এম সোহেল গং তারা সকলেই উক্ত অভিযোগের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক; যাতে ভবিষ্যতে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে এলাকার নিরীহ লোকজনকে হুমকি ধমকি দিয়ে টাকা পয়সা আদায় না করতে পারে এবং জনগণের মান সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট না করতে পারে।
পরিশেষে, ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর গ্রহণ করে অপরাধী প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন।

যুক্তিতর্কঃ
ফরিয়াদী নিজে তাঁর মামলা পরিচালনা করেন এবং তিনি বিচারিক কমিটিতে তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে ফরিয়াদী বলেন যে পত্রিকা দুটি একই ভাষায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ফরিয়াদীকে জনসম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন এবং পারিবারিক মানমর্যদা বিনষ্ট করার কুমানসে যাচাই বাছাই না করে **"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকদের হামলায় স্বামী** আহত" শিরোনামে কাল্পনিক ও ষড়যন্ত্রমূলক সংবাদ প্রচার করে। প্রতিবেদনগুলি প্রচার করার পূর্বে ফরিয়াদীর বা তাঁর প্রতিপক্ষগণ পরিবারের কোন সদস্যের নিকট থেকে খবরের সত্যতা যাচাই করেননি। নিবেদন করেন যে, প্রচারিত খবরে তাঁর মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে যে অপবাদ দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কাল্পনিক ও অনাকাংখিত যার মাধ্যমে, তাকে তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং তাঁর মেয়ের জামাইকে ভীষণভাবে আঘাত করেছে। প্রতিপক্ষগণ আমার মেয়েদের সম্পর্কে অশ্লীল খবর তাঁদের পত্রিকায় ছাপিয়ে যেভাবে মানসম্মান ক্ষুন্ন করেছেন, এতে তাদের প্রকাশনা বাতিল করা আবশ্যক। তিনি আরও বলেন যে প্রতিপক্ষগণ আমার প্রতিবাদ পত্রগ্রহণ করেনি। তাই তিনি "দৈনিক আলো" পত্রিকায় প্রতিবাদ ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং দৈনিক আলো'র ১০ নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় তার প্রতিবাদ ছেপেছে।

প্রতিপক্ষগণ পরস্পর যোগসাজসে গভীর ষড়যন্ত্র করে ফরিয়াদী, তাঁর মেয়ে আমেনা আক্তার রুমি সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে এবং তাঁর স্বামী মাকসুদুর রহমান (অভি)'র পারিবারিক মর্যাদা সম্মানবিনষ্ট করে সামাজিকভাবে চরমভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এর দায় প্রতিপক্ষগণ কোন অবস্থাতে এড়াতে পারেন না। ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে প্রতিপক্ষগণ তাঁদের জবাবে এর অভিযোগের কোন সদোত্তর দিতে সক্ষম হননি বরং পক্ষান্তরে স্বীকার করেছেন। সংবাদ প্রচার করার পূর্বে সাংবাদিকতার নীতি নৈতিকতা অনুসরণ করেননি, তাই তাদেরকে প্রেস কাউন্সিল আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা সমীচীন।

"দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত" ও "দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ" পত্রিকা দুটির সম্পাদকগণ বিচারিক কমিটিতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের স্বস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। উভয় সম্পাদক প্রায় একই প্রকার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেছেন। যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে নিবেদন করেন যে, সংবাদ দাতাগণ ভিকটিম মাকসুদুর রহমান অভির নিকট আত্মীয়ার মাধ্যমে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে ভিকটিমের জবানবন্দি এবং ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য চাঁদপুর সরকারী জেনারেল হাসপাতালে গমণ করেন এবং ভিকটিমকে হামলা করা সম্পর্কে অবহিত হয়। ভিকটিমের হাসপাতালের রক্ষিত রেকর্ড পরীক্ষা করেন। তবে ভিকটিম বেশী অসুস্থ্য থাকায় তাঁর মায়ের বক্তব্য গ্রহণ করেন এবং ভিকটিম এর এলাকার কয়েকজন গন্যমান্য ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করে ঘটনার সত্যতার প্রমাণ পায়।

"শাহতলীতে পরকীয়ায় বাধা দেয়ায় স্ত্রী ও শ্বশুর বাড়ির লোকদের হামলায় স্বামী আহত" শীর্ষক প্রতিবেদনটি সাংবাদিক পেশার দায়বদ্ধতা থেকে মানবতাও নৈতিকতার আলোকে প্রকাশ করা হয়েছে অন্য কোন উদ্দেশ্যে করা হয়নি। তাঁরা আরও নিবেদন করেন যে সংবাদটি সত্য। কারণ ফরিয়াদী, তাঁর কন্যা ও জামাতার মধ্যে একটি আপোষ মিমাংসা চাঁদপুর মডেল থানায় বসে সম্পাদন করেন যা ফরিয়াদী অস্বীকার করেননি। সম্পাদকগণ আরও নিবেদন করেন যে ফরিয়াদী আমাদের নিকট কোন প্রতিবাদলিপি পাঠায়নি এ ব্যাপারে কোন কাগজ বা প্রতিবাদপত্র আর্জির সাথে সংযুক্ত করেনি তবে তিনি "দৈনিক আলো" পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন, যা পরবর্তীতে আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে, কিন্তু আমাদের সংবাদের কোন প্রতিবাদ করেনি।
পরিশেষে, প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কিত অভিযোগটির দায় থেকে অব্যাহিত দিয়ে অভিযোগটি খারিজ করার জন্য প্রার্থনা করেন।

ফরিয়াদীকে এবং প্রতিপক্ষগণের যুক্তিতর্ক শুনা হলো। ফরিয়াদীর আর্জির প্রতিউত্তর প্রতিপক্ষগণের জবাব এবং প্রচারিত সংবাদগুলো পরীক্ষা করা হলো। 'দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ' এবং 'দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, একই খবর ছাপানো হয়েছে এমনকি দুটি সংবাদের দাড়ি কমার ক্ষেত্রে কোন কম নেই। দুটি প্রতিবেদন এর শেষের তিনটি লাইন হলো। "এলাকাবাসী জানায় রুমীর পিতা শাহজাহান বেপারী মেয়েদের দিয়ে ব্যবসা করেন। তাঁর বড়মেয়ে সুমিও স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়েছে," ঘটনার সাথে এই দুটি বাক্যের কোন সংযোগ বা সংশ্লিষ্টতা নেই। প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেদন এর সাথে সাংবাদিকদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যনীয় যে প্রতিবেদনগুলি তৈরি করা হয়েছে,

একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে এবং একই উদ্দ্যেশে। প্রতিবেদনগুলি প্রস্তুত করার পূর্বে ফরিয়াদী বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে খবরের সত্যতা সম্পর্কে কোন মতামত গ্রহণ করা হয়নি, তা স্পষ্ট। ফরিয়াদীর মর্যাদা হানিকর প্রতিবেদনগুলি প্রচারের পূর্বে সম্পাদক এর দায়িত্ব ছিল সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অন্যথায় প্রতিবেদনগুলি প্রচার না করা। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পাদকগণ তাঁদের দায়িত্বে চরমভাবে অবহেলা করেছেন, যা অমার্জনীয় অপরাধ। সাংবাদিকগণ যারা প্রতিবেদনগুলি তৈরি করেছে তাদেরকে সাংবাদিক বলা যাবেনা কেননা এরা প্রতিবেদনগুলি প্রস্তুত করতে সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানেনি। তাই ভুল তথ্য সংবলিত খবরগুলি প্রকাশ করে ফরিয়াদী ও তাঁর মেয়েদের এবং তাঁর মেয়ের জামাই এর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এভাবে প্রতিবেদনগুলি ছাপানোর ফলে ফরিয়াদীর ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে তা কোন অবস্থাতেই পূরণীয় নয়। এই পুরো ব্যাপারটিকে আমরা মনে করি দায়িত্বহীন সাংবাদিকতা এবং হলুদ সাংবাদিকতা। এরূপ খবর প্রচার করা অমার্জনীয় অপরাধ। তথাকথিত সূত্র ব্যবহার করে প্রতিবেদকগণ আর্থিক লাভবান হওয়ার অভিযোগ সত্য বলে মনে হয়। পত্রিকাগুলো সাংবাদিকতার নীতিমালাকে একেবারেই অনুসরণ করে নাই, বরং সম্পাদকগণ দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা গেছে প্রতিপক্ষগণের স্টাফ রিপোর্টার বিতর্কিত সংবাদ পরিবেশন করে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। ফলে ফরিয়াদী তাঁর মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছেন।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব, প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষের স্টাফ রিপোর্টারগণ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন দাখিল করে এবং দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ ও দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত পত্রিকায় ০৮/১১/২০১৭ তারিখের সংবাদের শেষ অংশ পরিবেশন করে সাংবাদিকতার নীতিমালার মান ভঙ্গ করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষের স্টাফ রিপোর্টারগণকে এর তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ ও দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত এর সম্পাদকবৃন্দ ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে। একই সঙ্গেবিচারিক কমিটি উল্লেখিত সংবাদ প্রকাশের জন্য দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ ও দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়কেও সর্তক করে দিচ্ছে।

প্রতিপক্ষদ্বয়কে এই রায়টি প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে দৈনিক চাঁদপুর সংবাদ ও দৈনিক চাঁদপুর দিগন্ত পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে এবং রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষদ্বয়ের পত্রিকায় রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য মামলার প্রতিপক্ষদ্বয়কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে যে কোন পত্রিকায় তার নিজ খরচে রায়টি হুবহু ছাপাতে পারবেন, সেক্ষেত্রে একটি অনুলিপি কাউন্সিলে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

মফিদা আকবর
সদস্য